জবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা

স্বপ্নপুরীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তার ৮

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর)
প্রতিনিধি
১৪ মার্চ ২০২৩ ১২:০০ এএম
| আপডেট: ১৪ মার্চ ২০২৩
১২:১৪ এএম

advertisement

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে দিনাজপুরের বিনোদনকেন্দ্র স্বপ্নপুরীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এতে আটজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০-১২ জনকে আসামি করা হয়েছে। রবিবার রাত দেড়টায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী অনামিকা আক্তার বাদী হয়ে নবাবগঞ্জ থানায় মামলাটি দায়ের করেন। মামলার পর ওই রাতেই অভিযান চালিয়ে নারীসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করে থানাপুলিশ। তাদের মধ্যে পাঁচজন স্বপ্নপুরীর কর্মচারী এবং তিনজন বহিরাগত। মামলা এবং গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ।

advertisement

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- সবুজ মিয়া, রেজওয়ান আহম্মেদ, আশরাফুল ইসলাম, প্রভাস কিস্কু, আজিজুল হক, জাহিদুল ইসলাম, মানিকুল ইসলাম ও সালমা আক্তার।

মামলা সূত্রে জানা যায়, গত রবিবার সকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ১৪তম ব্যাচের ৭৩ শিক্ষার্থী ও ১২ শিক্ষক-কর্মচারীর একটি দল ফিল্ড ওয়ার্কে দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি পরিদর্শনে যায়। খনি পরিদর্শন শেষে বিকাল সাড়ে ৩টায় নবাবগঞ্জ উপজেলার বেসরকারি বিনোদনকেন্দ্র স্বপ্নপুরীতে বেড়াতে যায় ওই দলটি। এ সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী ঘোড়া রাইডে ওঠেন। রাইড থেকে নামার সময় শিক্ষার্থী বিনয়চন্দ্রের একটি ব্যাগ ভুলবশত ছাড়া পড়ে। পরে ওই ব্যাগ ফেরত নিতে গিয়ে এক নারী শিক্ষার্থীকে স্বপ্নপুরীর কর্মচারী উত্ত্যক্ত করলে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করেন। এতে বাগ্বিত-া শুরু হয়। এক পর্যায়ে স্বপ্নপুরীর কর্মচারীরা দেশি অস্ত্র দিয়ে শিক্ষার্থীদের বেদম প্রহার করে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ শিক্ষার্থী আহতসহ কয়েকজন শিক্ষক লাঞ্ছিতের শিকার হন। পুলিশ আহত শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করে প্রথমে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে ৫ জনের অবস্থার অবনতি হলে দিনাজপুর এম. আব্দুর রহিম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

advertisement

স্বপ্নপুরীর স্বত্ব¡াধিকারী ও দিনাজপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন বলেন, আমরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে মীমাংসার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা তা না মেনে মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় যা হবে আমরা তাই মেনে নেব।

নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, জবি শিক্ষার্থীদের মারধরের ঘটনাটি দুঃখজনক। এ ঘটনায় মামলার পর এক নারীসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক মাহি উদ্দিন মাহী বলেন, স্বপ্নপুরীর কর্মচারীদের হামলায় ১০ শিক্ষার্থী আহতসহ কয়েকজন শিক্ষক লাঞ্ছিত হন। চিকিৎসার জন্য বের হতে চাইলেও স্বপ্নপুরী কর্তৃপক্ষ আমাদের বের হতে দেয়নি। পরে পুলিশ এসে আমাদের উদ্ধার করে। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদসহ জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।